ছাগলের রোগ ব্যাধি
ও
তার প্রতিকার

ছাগ-বসন্ত বা গোট পক্স

বহুল সংক্রামক ভাইরাস ঘটিত রোগ

রোগের লক্ষণ:-

- অল্প জ্বর,
- চোখ ও নাক দিয়ে জল পরা
- নাক, কান ও বাঁটের চামড়ায় লাল ভাব ও ছোট ছোট জলফোস্কা

- পরে এই জলফোস্কা শুকিয়ে ছাল উঠে যায়
- ছাগ-শিশুর ক্ষেত্রে প্রবল জ্বর এবং ফোস্কা হওয়ার আগেই মৃত্যু হয়
- ছাগ-শিশুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার প্রায় ৮০ শতাংশ

চিকিৎসা পদ্ধতি

- আক্রান্ত ছাগল আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে প্রত্যহ দু-তিনবার হাইড্রোজেন পারক্সাইড এর সঙ্গে সম পরিমান উষ্ণ জল সহযোগে ঘা গুলি পরিস্কার করে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগাতে হবে।

- শুশ্রূষাকারী ব্যক্তি জীবাণু নাশক জলে হাত পরিস্কার করে নেবেন।

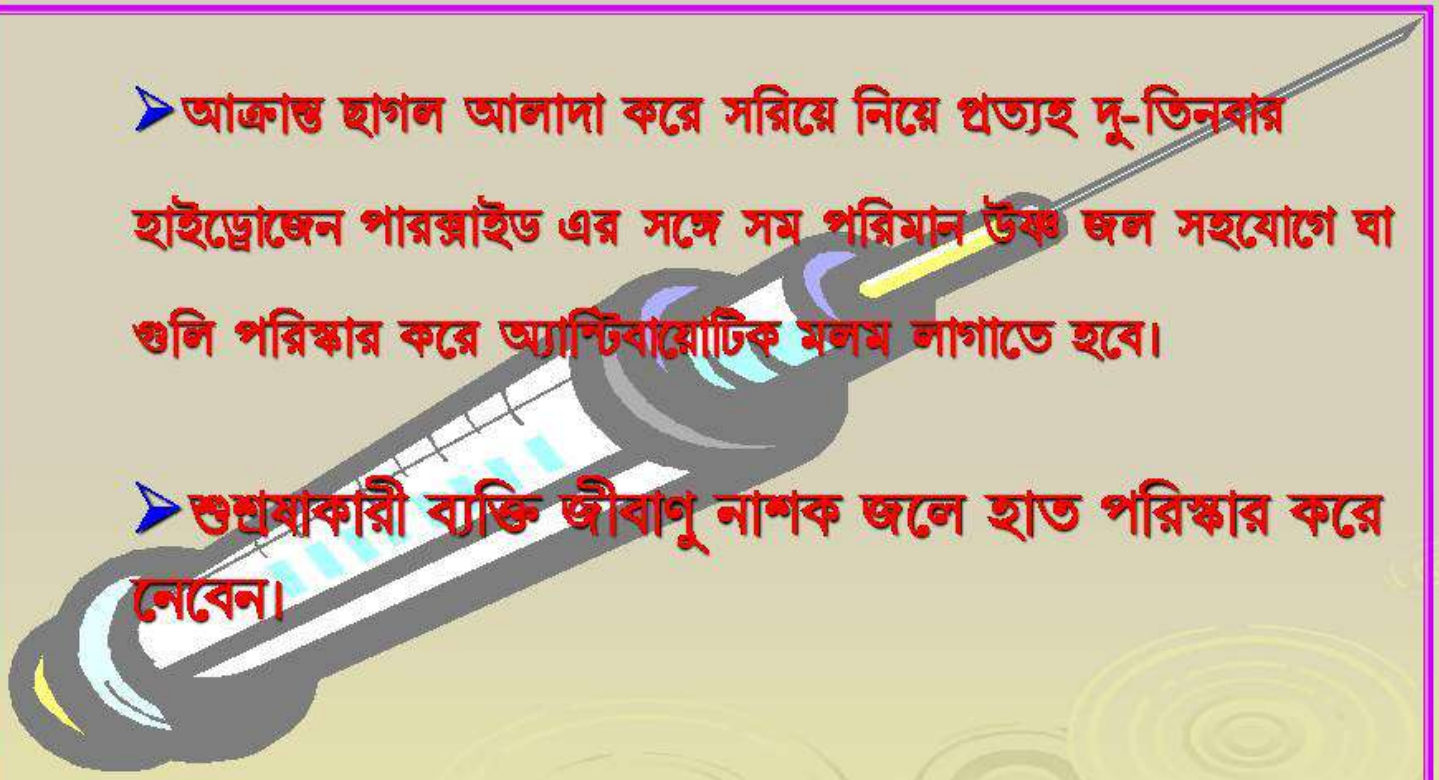

পেস্টিডিস- পেটিটস্ - রুমিন্যান্টস / গোট প্লেগ

ছাগলের বহুল সংক্রামক, মারাত্মক ভাইরাস ঘটিত রোগ।

- প্রধানতঃ বর্ষাকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়
- সংস্পর্শ, খাবার জল, বিছানা এবং অন্যান্য বহিস্কৃত পদার্থ দ্বারা দ্রুত ছড়ায়
- সব বয়সের ছাগলের হতে পারে তবে প্রধানতঃ ১- ২৪ মাস বয়সের ছাগলে বেশি দেখা যায়
- মৃত্যু হার ৯০ শতাংশ

রোগের লক্ষণ

- প্রচন্ড জ্বর (১০৪-১০৫°ফারেনহাইট)
- অবসাদ ও ক্ষুধামন্দা
- চোখের পর্দা রক্তবর্ন
- শুকনো মাড়ি
- নাসাক্ষরন, হাঁচি এবং
- শেষের দিকে পুঁজযুক্ত নাসাক্ষরন
- জ্বরের পর ডায়রিয়া দেখা যায়। এক্ষেত্রে পানী জলের অভাবে মারা যায়

চিকিৎসা পদ্ধতি

- সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি নেই
- লক্ষণ ভিত্তিক যেমন ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা করতে হবে
- অ্যান্টিবায়োটিক ও স্যালাইন দেওয়া হয়

রোগ প্রতিরোধ

- লক্ষণ দেখা দিলেই প্রাণীকে আলাদা রাখতে হবে
- সুস্থ প্রাণীদের অবশ্যই টীকাকরণ করতে হবে।

সংক্রামক জাতীয় ছাগ-নিউমোনিয়া

- পশ্চিমবঙ্গে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়
- সব বয়সের ছাগলের এই রোগ হয়।
- এই রোগ শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে ছড়ায়

রোগের লক্ষণ

- প্রবল জ্বর
- দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষমতা
- পুঁজযুক্ত নাসাক্ষরণ এবং হাঁপানি
- মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস করা
- শরীরের বৃদ্ধি কম হওয়া

পুঁজযুক্ত নাসাক্ষরণ

চিকিৎসা পদ্ধতি

- অ্যান্টিবায়োটিকে তেমন ফল পাওয়া যায় না।
- এই রোগের একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা হল বর্ষার আগে সমস্ত প্রাণীদের টীকাকরণ।

এঁষো রোগ

- গরুর মত ছাগলেও এই রোগ হয়।
- এই রোগে প্রাণীর মৃত্যু না হলেও দৈহিক
- এটি একটি সংক্রামক ভাইরাস ঘটিত বৃদ্ধি ও উৎপাদন প্রচন্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রোগের লক্ষণ

১) প্রবল বেগে জ্বর

২) জিভে, ঠোঁটে, দাঁতের মাড়িতে, ক্ষুরের মাঝখানে এবং বাঁটে ফোস্কা অথবা ঘা দেখা যায়।

৩) মুখের ভেতরে ঘা হওয়াতে প্রাণী কিছু খেতে পারে না।

চিকিৎসা পদ্ধতি

- আক্রান্ত ছাগলকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং মুখের গহ্বর ফিটকিরির জল বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট জল দিয়ে ধুয়ে জীবাণুনাশক মলম লাগাতে হবে।
- আক্রান্ত ছাগলকে মশা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে হবে।

গলা ফোলা রোগ

সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ।

রোগের লক্ষণ

- প্রবল জ্বর
- কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ও কাশি
- হঠাৎ মৃত্যু

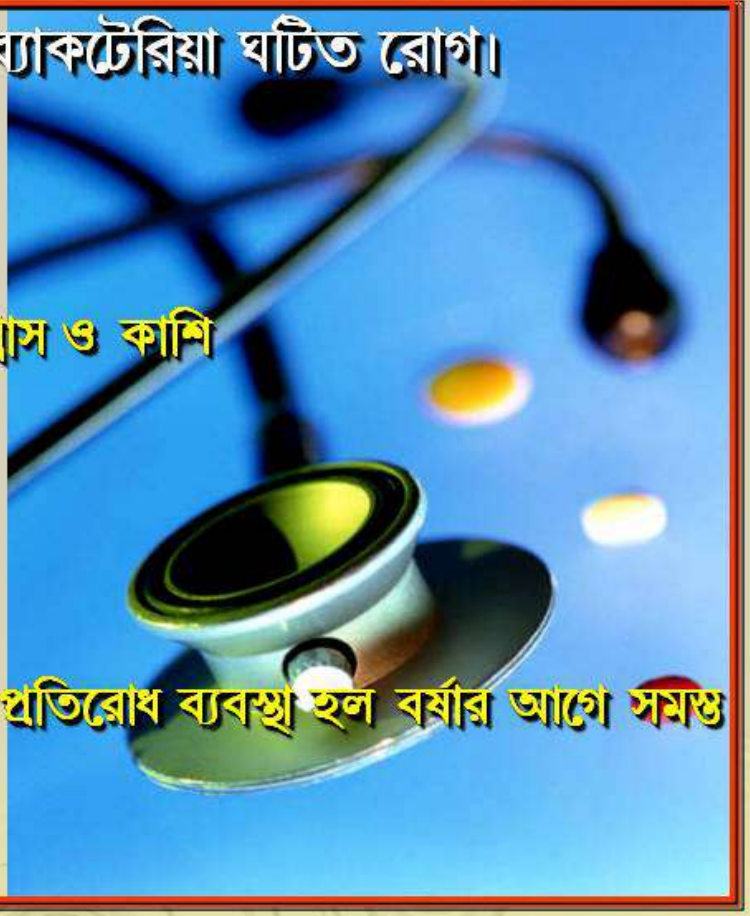

চিকিৎসা পদ্ধতি

এই রোগের একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা হল বর্ষার আগে সমস্ত প্রাণীদের টীকাকরণ।

তড়কা রোগ

সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ।

রোগের প্রধান লক্ষণ

প্রবল জ্বর- ১০৮° ফারেনহাইট, ক্ষুধামন্দা এবং হঠাৎ মৃত্যু।

অপেক্ষাকৃত কম আক্রমণে ছাগল রক্তদাস্ত করতে থাকে ও মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

- আক্রান্ত ছাগলকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং বেশী ডোজে পেনিসিলিন ইন্জেক্সন মাংসপেশীতে দিলে সুফল পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ

- এলাকাভিত্তিক ভাবে (যেখানে বেশী হয়) সমস্ত ছাগলকে বর্ষার আগে টীকা দিতে হবে।

চামড়ার খোস, পাঁচড়া, ঘা

উকুন বা অন্যান্য পোকা-মাকড় নোংরাভাবে রাখা ছাগলকে আক্রমণ করে খোস, পাঁচড়া বা ঘা সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

- উকুন হলে ৫ শতাংশ সেভিন পাউডার ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- দাদ বা ঘা হলে লোম কেটে সাবান জল দিয়ে জায়গাটা পরিস্কার করে ২.৫ শতাংশ স্যালিসাইলিক এ্যসিড বা বেনজোয়িক এ্যসিড মলম দৈনিক ২ বার লাগাতে হবে।

ছাগলের অন্যান্য রোগ

এছাড়াও ছাগলের পেটের অসুখ যেমন এন্টেরোটক্সিমিয়া, কক্সিডিওসিস্ ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে।

- এন্টেরোটক্সিমিয়ার ক্ষেত্রে পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা এবং হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।
- কক্সিডিওসিস্ রোগের ক্ষেত্রে উদারময় ও আমাশয়ের লক্ষণ দেখা যায়। সঙ্গে রক্ত ও থাকে এবং পরে মৃত্যু ঘটে

টীকাকরন সূচী

রোগের নাম	প্রাপ্তি স্থান	মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি	পরবর্তী টীকাকরন
পি.পি.আর	রাজ্য প্রানী স্বাস্থ্য দপ্তর	১ মিলি চামড়ার নিচে	১ বছর পর
গোট পক্স/ছাগ বসন্ত	রাজ্য প্রানী স্বাস্থ্য দপ্তর	১ মিলি চামড়ার নিচে	১ বছর পর
এষো বা খুরাই	যে কোনো ওষুধের দোকানে	১ মিলি চামড়ার নিচে	৬ মাস পর
সি.সি.পি.পি.	আই.ভি আর.আই	০.২ মিলি কানের ডগায়	১ বছর পর

* জন্মাবার ৩ মাস পর থেকে নিয়মিত টীকাকরন করতে হবে।

ছাগলের নিত্য পরিচর্যা

ডাস্টিং:- পরজীবী নাশক পাউডার দূর থেকে স্প্রে করা। এর ফলে এঁটুলি, মাছি, ইত্যাদির সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পেট ভর্ত্তি অবস্থায় ডাস্টিং করা উচিত, এতে ছাগলের মুখ দেবার প্রবণতা কমে।

ডিপিং:- পরজীবী নাশক দ্রবণের মধ্যে ছাগল গুলিকে স্নান করানোর পদ্ধতি হল ডিপিং। পেট ভর্ত্তি অবস্থায় দুপুরের দিকে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে ডিপিং করা উচিত।

ব্রাশিং:- ছাগলের সমস্ত শরীর রোজ অন্তত ১ বার ব্রাশ করা উচিত। এতে রক্ত চলাচল ভালো হয় এবং ছাগলের চামড়া ভালো থাকে। বাহ্যিক পরজীবী ও কমে যায়।

কৃমি নাশক ঔষধ প্রয়োগের নিয়মাবলীঃ-

- বর্ষার আগে ও পরে এবং ৩ মাস অন্তর বছরে কমপক্ষে ৪ বার কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়নো দরকার।
- কৃমি নাশক ঔষধ সাধারনত সকালে খালি পেটে খাওয়ানো হয়।
- কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়ানোর পরে ছাগলকে প্রখর রৌদ্রে ছাড়া অনুচিত।
- এই ঔষধ খাওয়ানোর সাথে ভিটামিন - বি কমপ্লেক্স খাওয়ানো ভালো।
- গর্ভবতী ছাগলকে কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়ানো অনুচিত।
- দুর্বল/অসুস্থ ছাগলকে কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়নো উচিত নয়।
- ছাগলের মল পরীক্ষা করে সঠিক কৃমি নাশক ঔষধ খাওয়লে সবথেকে ভালো ফল পাওয়া যায়।